36432 - কোরবানীর পরিচয় ও হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোরবানী বলতে কী বুঝায়? কোরবানী করা কি ওয়াজিব না সুন্নত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোরবানী: ঈদুল আযহার দিনগুলোতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আনআম শ্রেণীর (উট, গরু, ভেড়া বা ছাগল) প্রাণী জবাই করা।

কোরবানী ইসলামের একটি নিদর্শন। কোরবানীর বিধান আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

কিতাব:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: "কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন"[সূরা কাউছার, আয়াত: ২]

২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "বলুন, আমার সালাত, আমার নুসুক (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই জন্য"[সূরা আনআম, আয়াত: ১৬২] সাঈদ বিন যুবায়ের বলেন: নুসুক হচ্ছে- কুরবানী। কারো কারো মতে, নুসুক সকল ইবাদতকেই বুঝায়; এর মধ্যে কুরবানীও অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত তাফসিরটি ব্যাপকতর।

৩। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 'মানসাক' এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেসবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, কাজেই তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতদেরকে।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৪]

সুন্নাহ:

১। সহিহ বুখারী (৫৫৫৮) ও সহিহ মুসলিমে (১৯৬৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে- "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকালো রঙের দুইটি মেষ দিয়ে কোরবানী দিয়েছেন। তিনি মেষের পাঁজরের উপর পা রেখে

বসিমল্লিাহ ও আল্লাহু আকবার বলে নজি হাতে জবাই করছেনে।”

২। আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশবছর মদনিাতে ছলিনে ও কোরবানী দয়িছেনে।”[মুসনাদে আহমাদ (৪৯৩৫), সুনানে তরিমযিি (১৫০৭), আলবানী ‘মশিকাতুল মাসাবীহ’ গ্রন্থে হাদসিটকিে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেনে]

৩। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরে মাঝে কুরবানীর পশু বতিরণ করছলিনে। উকবার ভাগে একটি জযিআ (ছয় মাস বয়সী ভড়ো) পড়ল। উকবা বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি জযিআ পয়েছে।ি তনিি বললনে: এটি দয়িে কোরবানী কর।”[সহহি বুখারী (৫৫৪৭)]

৪। বারা বনি আযবে (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যে ব্যক্তি (ঈদরে) নামাযরে পর জবাই করল তার নুসুক (ইবাদত) পূর্ণ হয়ছেে এবং সে মুসলমানদরে আদর্শ অনুসরণ করল।”[সহহি বুখারী (৫৫৪৫)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিে কোরবানী করছেনে, তাঁর সাহাবীবর্গ কোরবানী করছেনে এবং তনিি সংবাদ দয়িছেনে যে, কোরবানী করা মুসলমানদরে আদর্শ।

তাই মুসলমি উম্মাহ ইজমা করছেে যে, কোরবানী শরয়ি বধিান। একাধকি আলমে এই ইজমা উদ্ধৃত করছেনে।

তবে, আলমেগণ কোরবানীর হুকুম নয়িে মতভদে করনে; কোরবানী করা কি ওয়াজবি নাকি সুন্নত?

জমহুর আলমেরে মতে, কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি ইমাম শাফয়েরি মাযহাব এবং প্রসদ্ধি বর্ণনানুযায়ী ইমাম মালকে ও ইমাম আহমাদরে মাযহাব।

অপর একদল আলমেরে মতে, কোরবানী করা ওয়াজবি। এটি ইমাম আবু হানফিার মাযহাব এবং এক বর্ণনাতে ইমাম আহমাদরে মত হসিবেওে উল্লখে আছ।ে ইবনে তাইময়িা এই মতটকিে গ্রহণ করছেনে। তনিি বলনে: এ মতটি ইমাম মালকেরে মাযহাবরে দুইটি অভমিতরে একটি কংিবা তাঁর মাযহাবরে সুস্পষ্ট অভমিত এটাই।[শাইখ উছাইমীনরে ‘আহকামুল উদহয়িাহ ওয়ায যাকাত’ পুস্তকিা থকেে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন বলনে: “সামর্থ্যবান ব্যক্তরি জন্য কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অতএব, প্রত্যকে ব্যক্তি তার নজিরে পক্ষ থকেে ও পরবিাররে পক্ষ থকেে কোরবানী দবি।ে[ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (২/৬৬১)]

আল্লাহই ভাল জাননে